No. of Printed Pages : 15

MTT–002

POST GRADUATE CERTIFICATE IN BANGLA-HINDI TRANSLATION (PGCBHT)

Term-End Examination

December, 2023

बांग्ला-हिंदी अनुवाद में स्नातकोत्तर प्रमाण-पत्र

MTT–002 : BANGLA-HINDI TRANSLATION : COMPARISON AND RE-FRAMING

बांग्ला-हिन्दी अनुवाद : तुलना और पुनःसृजन

Time : 3 Hours *Maximum Marks : 100*

नोट : *सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।*

---

1. निम्नलिखित में से किन्हीं **दो** प्रश्नों के उत्तर लगभग 300 शब्दों (प्रत्येक) में दीजिए : 2×10=20

(क) बांग्ला और हिन्दी मुहावरों की प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए दोनों का सोदाहरण तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए।

(ख) बांग्ला और हिन्दी भाषा में क्या–क्या भाषिक समानताएँ हैं ? उदाहरण सहित प्रकाश डालिए।

(ग) हिन्दी से बांग्ला में अनुवाद की परम्परा की चर्चा कीजिए।

(घ) बांग्ला भाषा की अपनी उच्चारणगत विशेषता है। इसके चलते अनुवाद में किस प्रकार की समस्या आती है ? उदाहरण सहित वर्णन कीजिए।

2. निम्नलिखित बांग्ला पदों/शब्दों के हिन्दी पर्याय लिखिए : 5

শিশুশ্রম	পরিচ্ছন্ন	আসে	ছুটি	যোগাযোগ
বিবর্তন	আবার	অর্দ্ধেক	আর	মাঝে

3. निम्नलिखित हिन्दी शब्दों के बांग्ला पर्याय लिखिए : 5

(क) अमीर–गरीब

(ख) मिलना

(ग) आए हैं

(घ) जाना है

(ङ) सामान

(च) भीड़भाड़

(छ) मौका

(ज) भोजन

(झ) बाहर

(ञ) सत्कार

4. निम्नलिखित हिन्दी मुहावरों-लोकोक्तियों में से किन्हीं **पाँच** के बांग्ला समतुल्य बताते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए : 15

(क) एक तीर से दो निशाने साधना

(ख) कान का कच्चा

(ग) एक हाथ से ताली बजाना

(घ) पहाड़ टूट पड़ना

(ङ) ईंट का जवाब पत्थर से देना

(च) उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे

(छ) कुएँ का मेढक

(ज) काला अक्षर भैंस बराबर

(झ) जले पर नमक छिड़कना

(ञ) गड़े मुर्दे उखाड़ना

5. निम्नलिखित में से किन्हीं **तीन** अनुच्छेदों का हिन्दी में अनुवाद कीजिए : 3×15=45

(क) সোমেশ্বরও কি তনুর মত 'আশা' করবেন অমলার নামের চিঠিটা মারা গেছে? তাই গিয়ে বলে উঠতে পারবেন ! 'চলো অমলা - '

কিন্তু যদি — যদি চিঠিটার বদলে আর কিছুর মৃত্যু ঘটে থাকে!

যদি অমলা বলে ওঠে, 'না না'! বলে ওঠে, 'কোথায় যাবো'!

চিঠিটা প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন সোমেশ্বর। টেলিফোনটা তুলে ডায়াল করলেন।

হ্যাঁ ! আমি বলছি ! অফিসের একটা জরুরি কাজে এক্ষুনি দুর্গাপুর যেতে হচ্ছে - দুর্গাপুর।

অস্ফুট একটা প্রশ্ন।

নাঃ, প্রশ্ন নয়, যেন স্বগতোক্তি। আর্ত ! অস্ফুট ! কিছুক্ষন বিরতি।

তারপর শোনা গেল - 'বাড়ি না এসেই -'

এদিকে নিরুপায় কণ্ঠ, সময় নেই অমলা, একদম সময় হচ্ছে না। এই বারোটা দশের ট্রেনটা ধরতে না পারলে-আচ্ছা রাখছি। ওঃ। কি বলছ? ফেরা? কাল। কালই।

দুর্গাপুরগামী একটা ট্রেনের ফার্স্টক্লাস কামরায় জানলার ধারে বসে আছেন সোমেশ্বর হাতে একটা বই নিয়ে, কিন্তু চোখ বইয়ের পাতায় নেই, আছে জানলার বাইরে।

সামনে বসা একজন ব্যাপারটা লক্ষ্য করে মনে মনে ভেবে চলেছে, 'বইটা যদি পড়ছিসই না, তবে কোলে ফেলে না রেখে, পাশে ফেলে রাখ না বাবা ! হাতটা বাড়িয়ে একবার দেখে নিই, কী বই ! ট্রেনে সহযাত্রীর সঙ্গের বই ফ্লাস্কের জল, এবং হাতের খবরের কাগজের ওপর তো ট্রেনযাত্রীর আইনসঙ্গত অধিকার থাকেই, তবে আর মুখ ফুটে চাইয়ে ছাড়বি কেন ?'

কিন্তু সহযাত্রীর এই অনুচ্চারিত ধিক্কার সোমেশ্বরকে স্পর্শ করবার কথা নয়। আর - এমনই স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন যে, উসখুস করা ভদ্রলোক মুখ আর ফোটাতে পারলেন না।

হ্যাঁ, পাথরের মূর্তির মতই স্তব্ধ স্থির। কিন্তু ভিতরে ঝড় বইছে। প্রচন্ড ঝড়। এই দুরন্তগতি রেলগাড়ির থেকেও দুরন্তবেগে সে ঝড় যেন গাছপালার ডাল ভেঙে ভেঙে আছড়ে আছড়ে ফেলার মত, আছড়ে আছড়ে ফেলছে এক একটা ভাঙা চোরা টুকরো ছবি।

(খ) আমাদের মগ্ন চৈতন্যে চিন্তার যে অদৃশ্য বর্ণমালা প্রকৃতি সাজিয়ে রেখেছে, তারই মসীভূত রূপ হয়ে বই এসেছে আমাদের ঘরে। তাই মানুষের তৈরী বর্ণমালায়ও দুই অক্ষরের এবং তিন অক্ষরের যে শব্দ দুটি সবচেয়ে অর্থবহ, তারা হল – বই এবং পুস্তক। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বই আমাদের অস্তিত্বের শরিক হয়ে উঠেছে।

যে মৌলিক অধিকার আমাদের সহজাত, তা হল জানবার ইচ্ছা। এই জুগুপ্সা ক্রমশ সঞ্চারমান হয়ে লিপিতে আকার নেয় এবং পরে তা শ্রেণীবদ্ধ হয়ে বই রূপে প্রকাশিত হয় এবং আমাদের জ্ঞানপিপাসা মেটায়। কিন্তু অত্যন্ত ক্ষোভের ব্যাপার, বর্তমান বাজার অর্থনীতি ও সাম্প্রতিক গঠিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা তৃতীয় বিশ্বের মানুষের এই জ্ঞান পিপাসার স্রোত রুদ্ধ করতে চলেছে।

বিদেশ থেকে যদি কোনো প্রয়োজনীয় বই আনাতে হয়, তবে টাকার বর্তমান মূল্যমান অনুযায়ী সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা সীমার বাইরেই থেকে যাচ্ছে। কেননা টাকা সম্পূর্ণভাবে ডলারের সঙ্গে বিনিময়যোগ্য হয়ে উঠেছে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, যখন দেখি ২০ ডলারের একটি বই টাকার মানে ৬৫০ টাকা দাঁড়ায়।

সাধারণ মানুষের জানার এই মৌলিক অধিকার ছিনিয়ে নেবার অপচেষ্টাকে ধিক্কার জানাই। ভারত বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থার অন্যতম স্বাক্ষরকারী হয়ে আমাদের এই অধিকারকে রুদ্ধ করে ফেলেছে। ভালো বই ক্রমশ দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে। ফলে এই সংকুচিত সুযোগে ইঁদুরের মতো একশ্রেণীর কালোবাজারী আমেরিকান 'সফ্ট পর্ণো' সস্তায় ছাপিয়ে বাজার মাত করছে। যেমন চিন্তার খাতে অপসংস্কৃতির জোয়ার এনেছে জি-টিভি, এ টি এন ইত্যাদি।

বিদেশী ভালো বই পড়ার প্রসঙ্গে গতবছর কলকাতা বইমেলার এক যুবক বইচোরের কথা মনে পড়লো। ঘটনাটা শুনেছিলাম আমার এক বন্ধুর কাছে, যিনি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। যুবকটি মার্সেল প্রুস্তর একটি বই চুরি করে বইয়ের স্টলেই ধরা পড়ে। বইটির ভারতীয় মুদ্রায় বিক্রয়মূল্য দাঁড়িয়েছিল ৩৪৭ টাকার মতো।

(গ) অবশ্য কাল থেকে তো স্কুলের ছুটি হয়ে যাবে। তখন এই বাড়িতেই 'সরোজদা'র রাত্রি যাপন। শূন্য বাড়িতে। পাহারাদার বা 'রক্ষক' হিসেবে।

সরোজ ফিরে আসতেই সুলতা বলে উঠল, সেই চাবির গোছা চাপিয়ে ফাঁদে ফেলে বেড়াতে যাওয়াটি হলো তো? তুমিও সত্যি ! দেখলে বটে।

অভিযোগের সুরটি শুনলেই বোঝা যাচ্ছে যে এ অভিযোগ সদা, নতুন নয়। একটি পৌনঃপুনিক বিরক্তির ব্যাপারে যে বিরক্ত অভিযোগের সুর বাজে সুলতার কণ্ঠে সেই সুর। ঝাঁজালো অসহিষ্ণু।

সরোজ যেন চোরটি।

বিব্রত বিপন্ন গলায় বললেন, এর আবার ফাঁদে ফেলাই বা কী, ঘাড়ে চাপানোই বা কী। বরাবরই তো -

জানি জানি। বরাবরই তো দেখে আসছি। একজনের বোকামি আর একজনের দিব্যি সুযোগ নিয়ে চলা। কেন? বলতে পারতে না এখন তোমার বয়েস হয়েছে, সবসময় শরীর ভালো থাকে না। তোমার বাড়ি পাহারা দেওয়ার চাকরিটি আর আমার দ্বারা হবে না।

বাঃ চমৎকার।

সরোজ এখন একটু গলা চড়ালেন। তাহলে চাও বলতে বসি, আমি একটা বুড়ো হাবড়া অনড় অথর্ব, আমি আর এঘর থেকে ওঘরে গিয়ে কটা রাত একটু শুয়ে উপকার করতে পারব না। কেমন?

এঘর থেকে ওঘর ?

তাছাড়া আবার কী? আলো জ্বাললে ওদের ঘর থেকে রুজু রুজু জানলা দিয়ে তোমাদের চলাফেরা নড়াচড়া সবই তো দেখা যায়। দরকার হলে ডেকে কথাও তো কওয়া যায়। তবে অসুবিধেটা আমার কোথায়?

মা বাপের কথার মাঝখানে মনোজ এসে দাঁড়াল। প্রায় এজলাসে জজের গলায় বলে উঠল, মার প্রশ্নটা তোমার সুবিধে অসুবিধের নয় বাবা। প্রশ্নটা হচ্ছে অপর পক্ষের অন্যায় সুযোগ নেওয়ার। একটু চক্ষুলজ্জার দায়ে তুমি জেনে বুঝে একজনের সুযোগ নেওয়ার শিকার হচ্ছো।

(ঘ) নরহরি সানা হতভম্ব হয়ে গেছে। তারওপর টেবিলের উল্টোদিকে যে চেয়ারটায় ও বসেছিল, টেবিলটা ধাক্কার চোটে গিয়ে পড়েছে সেটার ওপরে। নরহরি আটকে গেছে বেকায়দায়। ওই অবস্থা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে করতে বিতানের দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকাল। বিতান অবশ্য

ওর দিকে আর দেখছে না, ওই কীটের মত লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে তার। সেকশনের অন্য অন্য টেবিল থেকে ঘটনাটা গিলছে সবাই। গোটা ঘরে পিনপতন নিস্তব্ধতা।

ঘড়ঘড় আওয়াজ করে চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়ালো নরহরি সানা। চলে যাচ্ছে। গরগর করছে অপমানে। যেতে যেতে রতন বিশ্বাসের দিকে তাকিয়ে বলল, - দেখলেন বিশ্বাসবাবু, উনি ভাবছেন ওনার জন্যে প্রসাদজীর কারবার লাটে উঠবে ... ভুল করছেন, আপনারাই বোঝান ওনাকে। আপনাদের সঙ্গে কদ্দিনের পুরনো সম্পর্ক, উনি দুদিন এসে ...

বিশ্বাসের মুখ তোম্বা, বুনো ওলের আকার ধারণ করেছে। ওদিকের টেবিলে অধীর ভট্টাচার্যও উৎকট গম্ভীর। কেবল কৃষ্ণেন্দু চেঁচিয়ে বলল, - আজ কেটে পড়ুন সানাবাবু। আজ কারও মেজাজ ভালো নেই।

সেই থেকে অফিসের চেহারা থমথমে। ঘরে প্রায় কেউই নেই। কোণের টেবিলে মহাদেব সামন্ত ঝিমোচ্ছে। আর ওপাশে বসে গুজগুজ করছে বিকাশ আর প্রসেনজিৎ। অধীর ভট্টাচার্য, বিশ্বাস কিংবা কৃষ্ণেন্দু কেউ ঘরে নেই। কৃষ্ণেন্দু নরহরিকে কথাটা ঠিকই বলেছিল। কারোর মেজাজ ভালো নেই। বিতানের সঙ্গে কেউ একটাও কথা বলেনি এতক্ষণ। সবাই চটেছে। বিতান জানে, এই অফিসে মহাবীরের প্রসাদ পেতেই সবাই অভ্যস্ত। এরকম মহাপুরুষ আরও কয়েকজন আছেন, যাঁদের মহৎ কর্মকান্ডের এরা প্রত্যেকেই সহযোগী, অনুগামী। পরিবর্তে কণামাত্র লাভ করে ধন্য। বিতান এদের বাড়াভাতে ছাই ফেলতে এসে জুটেছে।

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বিতান বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। ঝাঁ ঝাঁ করছে দুপুর। উঁচু সিলিঙের অফিসঘরের মধ্যেটা ঠান্ডা, বাইরের উত্তাপ টের পাওয়া যায় না। কিন্তু বিতানের মাথার মধ্যেটাও ওই দুপুরের মতোই উত্তপ্ত। একে কাল সৈকতের পাল্লায় পড়ে ঘুম হয়নি। সৈকত সকালেই বাড়ি ফিরে গেছে অবশ্য। এদিকে অফিস আসতে না আসতেই এই কান্ড। কেন যে মরতে এখানে চাকরি করতে এল সে, মাঝেমাঝেই প্রবল বিতৃষ্ণায় চাকরি ছাড়বার কথা ভাবে বিতান।

(ঙ) দ্রবময়ীর নাতি-নাতনীরা শুনিলে হয়তো হাসিয়া উড়াইয়া দিবে যে, কোনো একদিন দ্রবময়ীরও আঠারো বছর বয়স ছিল, কিন্তু সেই অবিশ্বাস্য ব্যাপারটাও ঘটিয়াছিল বৈকি৷ অস্বীকার করিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না৷ মার্কা-মারা সেই বৎসরটি৷

সেবারের বড়ো ভূমিকম্পে দাদাশ্বশুরের আমলের ঠাকুরদালানটা চৌচির হইয়া গেল, আর-একদিনেই জ্বরে মারা গেল দ্রবময়ীর প্রথম ছেলে কার্ত্তিক৷ ... তিন বছরের ছেলে-চাঁদের মতো ছেলে৷ আগের দিনও লাল বার্নিস করা ছোট্ট পীড়িখানায় বসিয়া 'বাঘ আর কাকে'র গল্প শুনিতে শুনিতে ভাত খাইয়াছে – পরদিন আর সারা পৃথিবীতে চিহ্নমাত্র রহিল না তার৷

কেউ বলিল - 'ডাইনের নজর', কেউ বলিল - 'হাওয়া - বাতাস', কেউ বলিল - 'চোরা সান্নিপাতিক'৷ কারণটা লইয়া তর্কাতর্কি হইল বিস্তর, সময়ে ধরা পড়িলে কি কি সাবধানতা অবলম্বন করা হইত, এবং এই সব ব্যাপারে কোন কোন জায়গার মাদুলী, কবচ ও জলপড়া কতদূর অব্যর্থ, উদাহরণ – সম্বলিত সেই সব আলোচনা চলিতে লাগিল কিছুদিন, শেষ পর্যন্ত্য ভাগ্য ও ভগবানের দোহাই পাড়িয়া সকলেই নিশ্চিন্ত হইল ... হইতে পারিল না শুধু দ্রবময়ী৷

অহরহ সেই চিন্তা পাগল করিয়া তুলিল দ্রবময়ীকে৷

লাল রঙের সেই ছোট্ট পীড়িখানা যে বরাবরের জন্য দালানের দেয়ালে ঠেসানো পড়িয়া থাকিবে –আর কোনদিন পাতা হইবে না, একথা দ্রবময়ীকে বিশ্বাস করানো কঠিন। ... কাঁদে না, চেঁচায় না, বোকার মত কেবল ছেলে খুঁজিয়া বেড়ায়। পুরনো আমলের প্রকান্ড বাড়ীখানায় সারাদিন ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত হইয়া পড়ে। ... সকালবেলা জামা, জুতা, টুপি হাতে গোয়ালের দরজা পর্য্যন্ত আসিয়া হাজির হয়, যাকে সামনে পায় ডাকিয়া ডাকিয়া উদ্বিগ্নস্বরে প্রশ্ন করে – "কাতুকে দেখেছ ? – দেখ না বাইরে – বাছুরের সঙ্গে খেলতে খেলতে কোনদিকে গেছে বুঝি!" ... সন্ধ্যা হইতেই রান্নাঘরের সামনে আসিয়া ব্যস্তভাবে বলে – "বামুন মা ভাত কি নামেনি? কাতু ঘুমিয়ে পড়বে-!" রাত্রে নারাণ শুইবার আগে ঘরের দরজায় খিল লাগাইতে গেলে দ্রবময়ী অবাক হইয়া বলে-"ওকি, খিল দিচ্ছো যে ? কটু ওঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে, পিসিমা দিয়ে যান আগে!"

6. निम्नलिखित में से किसी **एक** अनुच्छेद का बांग्ला में अनुवाद कीजिए : 10

(क) वनस्पति-विज्ञानी धान को घास मानते हैं। एक ऐसी घास, जिस पर दुनिया की लगभग आधी आबादी निर्भर है। माना कि यह एक तरह की घास है, मगर दुनिया-भर के कुल धान उत्पादन के 95 प्रतिशत की खपत अकेले मानव द्वारा की जाती है। अर्थात् यह ऐसी घास है, जिसे मानव और पशु दोनों खाते हैं। मानव धान के छिलके

को अलग करके चावल निकालता है और उसका उपभोग करता है, जबकि पशु धान के छिलके और पुआल को खाते हैं। इस तरह घास होते हुए भी इसकी सर्वाधिक उपयोगिता मानव के लिए है। धान के पुआल का इस्तेमाल आदिवासी क्षेत्रों में झोंपड़ी और पुआल की चटाई बनाने में होता है। वनस्पति वैज्ञानिकों ने बताया है कि जन्तुओं की तरह इसकी भी अनेक जातियाँ होती हैं हालांकि यह भी सत्य है कि आदिम घास से आज के धान तक पहुँचने में लंबा समय लगा। धान का आदिम रूप ओरायजी है, जो एक पुष्पधारी घास है, इसी से आधुनिक धान और जंगली धान की नस्लें विकसित हुई हैं।

वनस्पति वैज्ञानिकों और फसलों के इतिहास पर काम करने वाले मानते हैं कि धान के उत्पादन का पहला केंद्र भारत के आदिवासी क्षेत्र थे। भारत में खान–पान के पैटर्न को देखने पर साफ–साफ पता चलता है कि आदिवासी और द्रविड़ अर्थात् अनार्य धान से निकलने वाले

चावल का इस्तेमाल खाने से लेकर पीने (हड़िया) में करते हैं। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आदिवासी अपने घर पर पके चावल से शराब बनाते हैं। सामान्य रूप से इसे हड़िया कहा जाता है। हड़िया सिंगबोंगा को चढ़ाया जाता है। इतना ही नहीं, सामाजिक अवसरों पर इसे प्रेमपूर्वक मेहमानों को परोसा भी जाता है। गोंडवाना के गोंड राजाओं ने अपनी रियासत में धान के उत्पादन के लिए सिंचाई की उत्तम व्यवस्था की। उन्हीं के प्रयास से छत्तीसगढ़ को 'धान का कटोरा' कहा जाने लगा। यह रुतबा आज भी कायम है।

(ख) 377 सीटों वाले विमान से यह हमारी पहली यात्रा थी। गेट खुलने से पहले विमान, यात्रियों की हलचल से भर गया। ऐसे लग रहा था, जैसे किसी हॉल में पिक्चर का शो छूटा हो या किसी जनवासे में बैठे सारे लोग एक साथ उठ खड़े हुए हों।

कुछेक मिनट की प्रतीक्षा के बाद विमान का गेट खुला तो यात्री बाहर जाने के लिए उत्सुक दिखाई पड़े। हम तीनों भी कतार में थे। कुछ मिनटों में ही हम हवाई अड्डे के बेहद लंबे गलियारे के मुहाने पर थे। वहाँ से ऊपर–नीचे आधे किमी. की थकाऊ पद–यात्रा के बाद भूतल पर हमें इमीग्रेशन हाल दिखाई दिया। सभी हवाई अड्डों की तरह यहाँ भी स्थानीय पासपोर्टधारकों तथा विदेशी पासपोर्टधारकों के लिए अलग–अलग काउंटर बने थे। हम यहाँ देशी से विदेशी बन चुके थे! इन काउंटरों पर हमारा पासपोर्ट, वीजा चेक होना था। हम अलग–अलग लाइनों में खड़े हो गए। मेरे कागजात नूर इज्दिहार नामक महिला चेक कर रही थी। नाम उसकी वर्दी पर लगी नेमप्लेट से मिला। कई और काउंटरों पर भी महिलाएँ ही इस कार्य के लिए तैनात थीं। कुछ सुरक्षाकर्मी भी महिलाएँ ही थीं। सभी के सिरों पर करीने से बँधे हुए स्कार्फ थे, बाकी की वेशभूषा राजकीय नियमों के अनुसार आधुनिक ही थी।

बुर्का जैसी कोई वेशभूषा वहाँ दिखाई नहीं दे रही थी, न कर्मियों में और न ही पर्यटकों में।

इमीग्रेशन में 15–20 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगा। उसके बाद कैबिन लगेज को एक एक्स–रे मशीन से होकर गुजारा गया, सब कुछ ठीक–ठाक निकला। हम आशंकित थे कि यहाँ हमारी दवाएँ, खाने–पीने का सामान एक–एक करके चेक होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब हमें 'एराइवल हॉल' से बुक किया हुआ लगेज लेना था। यह कार्य भी जल्दी ही हो गया। सामान ट्रॉली में लादकर हम लोग बाहर निकले तो सामने ही एक गहरी साँवली–सी नवयुवती जो पैंट–टॉप पहने हुए थी, विशाख भट्ट के नाम का बोर्ड लिए खड़ी थी। हमने उसे हाथ हिलाकर अपनी पहचान बताई तो उसने बाहर आने का इशारा किया। फिर हमें बगल की बेंच पर बैठाकर उसने बताया कि कैब आने ही वाली है। यह युवती हमारे टूर प्रोग्राम की प्रथम मेंटर थी, जो प्रथम दृष्ट्या तमिल लग रही थी।

मगर अंग्रेजी में ही बात कर रही थी। कोई पाँच-सात मिनट की प्रतीक्षा के बाद ही युवती ने हमें इशारे से कैब के आने का संकेत दिया। हम ट्रॉली सहित बाहर सड़क पर खड़ी गाड़ियों की ओर बढ़ चले।